ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

156

আজকের কাগজ

তারিখ 4 DEC 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

বাধ্যতামূলক কৃষি শিক্ষা প্রসঙ্গে

গত বছর হতে মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হলেও এর বাস্তব অবস্থা রীতিমতো ভয়াবহ। অধিকাংশ স্কুলেই কৃষি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবহারিক উপকরণ ও মাঠ নেই। উন্নত ২/১টি স্কুল ছাড়া; বাকিগুলো বারবার বিজ্ঞপ্তি দিয়েও কৃষিবিজ্ঞানের শিক্ষক পাচ্ছে না। হাজার হাজার স্কুলের জন্যে এক সঙ্গে এতো কৃষি ডিপ্লোমাবিদ কোথা হতে পাওয়া যাবে তা কর্তৃপক্ষ সম্ভবত পূর্বে তলিয়ে দেখেননি। এমনিতেই দেশে কৃষি ডিপ্লোমাবিদ বেকার নেই। এরপর মাদ্রাসাতেও চালু করা হয়েছে কৃষিবিজ্ঞান। বেশির ভাগ স্কুলেই অন্য বিষয়ের কোনো শিক্ষককে থানা কৃষি অফিসারের নেতৃত্বাধীন মাত্র সপ্তাখানেকের ট্রেনিং-এর মাধ্যমে কৃষি বিজ্ঞান পড়ানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ইদানিং কোনো কোনো স্কুলে কৃষি ডিপ্লোমাবিদ-এর বিকল্প হিসেবে বিএসসি (বায়োলজী) শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে। কৃষি একটি জটিল ও কারিগরী শিক্ষা। সামান্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত কিংবা একজন বিএসসি (বায়োলজী) শিক্ষক কৃষি বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রিদেরকে যে কতোটুকু শিখাতে পারেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। থানা কৃষি অফিসাররা, 'কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের' কর্মকর্তা। তাদেরকে দিয়ে অন্য কাজ করাতে গেলে সম্প্রসারণ অধিদফতরের কর্মকর্তা। তাদেরকে দিয়ে অন্য কাজ করাতে গেলে সম্প্রসারণের কাজ যে বিঘ্নিত হবে, সেটা সহজেই অনুমেয়। সকলেই জানেন খাদ্য মানুষের মৌলিক চাহিদা।

এমনিতেই আমাদের দেশে খাদ্যের ঘাটতি রয়েছে। তদুপরি প্রতি বছর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্যে অতিরিক্ত খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হয়। এই খাদ্য ঘাটতি পূরণের জন্যে ব্যাপকভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত দরকার। আর এটা তখনই সম্ভব যখন জনগণকে কৃষি বিজ্ঞানের অত্যাধুনিক কলাকৌশল ও নব নব কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া সম্ভব হবে। আশ্চর্যের কথা, কৃষি প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও এদেশের রাজনীতিবিদ, আমলা ও বুদ্ধিজীবীরা কৃষি শিক্ষার প্রতি যথার্থ আমল দেন না। অনেক কাঠ খড়-পুড়িয়ে, বর্তমানে মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষা প্রবর্তন হয়েছে। নিছক রাজনৈতিক স্টান্ট বাজির জন্যে না হয়ে উপকরণ বা শিক্ষকের অভাবে এই মহতী প্রচেষ্টা যাতে ভেস্তে না যায়; সেদিকে সংশ্লিষ্ট সকল মহলেরই ঐক্যবদ্ধ জোর প্রয়াস আবশ্যক। কর্তৃপক্ষের উচিত অতি দ্রুত শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা। দেশে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা বহু তরুণ-তরুণী বেকার রয়েছেন। এদের পক্ষে স্ট্যাটাস বা স্বল্প বেতনের কারণে স্কুলে শিক্ষকতা করা সম্ভবপর হয় না। শিক্ষক সমস্যা দূরীকরণের জন্যে এদেরকে প্রয়োজনীয় বেতন স্কেল দিয়ে ২-৩টি ইউনিয়নের জন্যে একজন করে কৃষি গ্রাজুয়েট নিয়োগ করলে প্রত্যেকটি স্কুলেই একটি নির্দিষ্ট দিনে শিক্ষক ও ছাত্রদিগকে পাঠদান ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারবেন। দেশের অনেক কলেজেই কৃষি বিজ্ঞান সাবজেক্ট নেই। স্কুল পর্যায়ের কৃষি শিক্ষাকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্যে দেশের প্রত্যেকটি সরকারি ও বেসরকারি কলেজেও পর্যায়ক্রমে কৃষি বিজ্ঞান সাবজেক্ট খোলা যেতে পারে। সকল মহলেরই উপলব্ধি করতে হবে-কৃষিখাতে সাবসিডি অপচয় নয়; বিনিয়োগ।

এম আহম্মেদ আলী
পূর্ব/২১২, জিয়া হল
পটুয়াখালী কৃষি কলেজ
পটুয়াখালী।